எல்லை

অগ্রদূত চিত্রের দ্বিতীয় নিবেদন

লালু-ভুলু

প্রযোজনা ও পরিচালনা : **অগ্রদূত**

কাহিনী : বাণভট্ট ॥ চিত্রনাট্য ও গীতরচনা : শৈলেন রায় ॥

সঙ্গীত পরিচালনা : রবীন চ্যাটার্জ্জী ॥

চিত্রগ্রহণ : বিভূতি লাহা, বিজয় ঘোষ ॥ শব্দধারণ : যতীন দত্ত ॥ সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জ্জী ॥ শিল্প নির্দ্দেশ : সত্যেন রায় চৌধুরী, সুধীর খান রূপসজ্জা : বসীর আমেদ ॥ ব্যবস্থাপনা : নিতাই সিংহ ॥

সহযোগিতা— পরিচালনায় : সলিল দত্ত, পঞ্চানন চন্দ্র, দেবাংশু মুখার্জ্জী সঙ্গীতে : উমাপতি শীল ॥ চিত্রগ্রহণে : দিলীপ মুখার্জ্জী, বৈদ্যনাথ বসাক শব্দাধারণে : শৈলেন পাল, ধীরেন কুণ্ডু ॥ ব্যবস্থাপনায় : রমেশ সেনগুপ্ত, সুবোধ দে ॥ রূপসজ্জায় : বটু গাঙ্গুলী, রমেশ দে ॥ দৃশ্য-সজ্জায় : জগবন্ধু সাউ, সুকুমার দে ॥ আলোক নিয়ন্ত্রণ ক'রেছেন : সুধাংশু ঘোষ, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী শম্ভু ঘোষ, অমূল্য দাস।

নেপথ্য সঙ্গীত : মানব মুখার্জ্জী, প্রতিমা ব্যানার্জ্জী

ছবিতে মাউথ অর্গ্যান বাজিয়েছেন পরিমল দাশগুপ্ত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এম. পি. প্রোডাকসন্স (প্রাইভেট) লিঃ ॥ হসপিট্যাল এ্যাপ্লায়েন্সেস ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ ॥ পার্ক ইনষ্টিটিউসন ॥ ইণ্ডিয়ান স্কুল স্পোর্টস এসোসিয়েশন সাউথ পয়েন্ট স্কুল ॥ দেওজীভাই পাতিহার ॥ অনন্ত চরণ লাহা ॥

ন্যাশন্যাল সাউণ্ড ষ্টুডিয়োতে আর. সি. এ. শব্দধারক যন্ত্রে ধ্বনীবদ্ধ ও ইউনাইটেড সিনে ল্যাবোরেটরীতে পরিস্ফুটিত

স্থির চিত্র : এডনা লরেঞ্জ প্রাইভেট লিঃ

চরিত্র চিত্রণে : সুখেন, পরেশ, গঙ্গাপদ বসু, অজিত বন্দ্যো:, শিশির বটব্যাল, সমর কুমার, গোকুল পাল, দিলীপ ঘোষ, মা: সুভাষ ব্যানার্জী, পারিজাত বসু, অমল রায় চৌধুরী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, হরি মোহন বসু, গৌর শী, শ্রীকণ্ঠ গুপ্ত, সতু, অতনু ঘোষ, গোকুল মুখার্জ্জী, সুশীল চক্রবর্ত্তী ॥

শোভা সেন, কাজল চ্যাটার্জ্জী, কমলা মুখার্জ্জী, উমা চক্রবর্ত্তী, সুব্রতা সেন গীতা দে, কমলা অধিকারী, সীমা দত্ত, অণিমা রায় ও আরো অনেকে

পরিবেশক : **ভি ল্যাক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ**

৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

লালু! লালু!

বাতাসের বুক চিরে আসে অন্ধ ভুলুর কাতর আহ্বান। ভেতরে স্তব্ধ হ'রে শোনে লালু। তার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায় সে ডাকে সাড়া দিতে। হৃদয় পণ্ডিত মশাই বলেন—সাড়া দিও না! ও ডেকে ডেকে ফি.র যাবে!

পথে বঞ্চিত অনাথ আজ পেয়েছে নতুন জীবন, পেয়েছে আশ্রয়। ওদিকে গ্লানিভরা ব স্ত। লাঞ্ছনা, বিদ্রূপ, উৎপীড়ন—প্রতিদিনকার মনুষ্যত্বের অপমান।

কিন্তু ভুলু! তার যে লালু ছাড়া আর কেউ নেই! লালুর দুঃখের দিনের বন্ধু, লালুর প্রেরণা, লালুর জীবনের আলো। এতদিন ভুলুই পথে পথে গান গেয়ে পয়সা কুড়য়ে তাকে পড়িয়েছে। অবাক হ'য়েছে লালু—বাহির দুয়ারে কপাট লেগে ভুলুর ভিতর দুয়ারে সে কি আলোর ছটা! সহপাঠী-প্রতিবেশীদের লাঞ্ছনা অত্যাচারে জর্জ্জরিত লালুকে দৈববাণীর মত সঞ্জীবিত ক'রেছে ভুলুর গান—সাগর যত হোকনা বড় আছে ত শেষ, অন্ধকারের পারেই আছে আলোর সে দেশ! রাস্তার আলো টুকুও হৃদয়হীনরা কেড়ে নিলে অব তর আয়াস ক'রে অন্ধ ভুলু দৈব প্রেরিতের মতই তাকে জুগিয়েছে পড়বার আলো। স্কুলে তার সাফল্যে বার বার সবার চেয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ভুলুরই মুখখানি।

ফুটপাথ থেকে এখানে এসে পৌঁছেচে সে ত ভুলুরই জন্যে। ভাগ্যের বিরুদ্ধে, সংসারের বিরুদ্ধে পরম আশ্চর্য্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল দুটি অনাথ কিশোর নিবিড় সখ্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে। সে ধরেছিল ভুলুর বাইরের হাতখানি, ভুলু ধরেছিল তার মনের হাত.....

লালু! লালু!

শিউরে শিউরে ওঠে লালু সে আহ্বানে। যেখানে ফেরার ডাক—যেখানে নিত্য আবার তাকে শুনতে হবে—'বস্তির বাঁদর!' 'কাণা ভিখিরির বন্ধু খোঁড়া ভিখিরি!' আবার তারা কেড়ে নেবে তার ক্রাচ, কেড়ে নেবে ভুলুর অন্ধের যষ্টি। তাকে ফেলে দিয়ে উল্লাসে হাসবে—কাদা ছুঁড়বে, ঢিল ছুঁড়বে। কতবার ক্ষণিক দুর্ব্বলতায় সে পিছিয়ে থেকেছে ভুলুর নির্য্যাতনে—সে গেলে তাদের উল্লাস দ্বিগুণ হবে বলে। সামান্য প্রতিবাদ করতে সেদিন স্কুলের নবীনকান্তিদের হাতেই শুধু নিগ্রহের শেষ হ'ল না—হেড মাষ্টার মশায়ের বেতও অক্ষত রাখল না তাকে!

কেন মানুষ এত নিষ্ঠুর হয়!

তবুত মাসীমারা ছিলেন। তাদের নিঃসম্পর্কীয়া মাসীমা। তাদের মত অনাথ আতুরদের বুকে টেনে নেবার জন্যেই বুঝি ভগবান এমনি হৃদয়বতীদের পাঠান সংসারে। তবু ত ছিল ফটিক, বাতাসীরা। সংসারের তাতল সৈকতে ক'টি দুর্লভ বারিবিন্দু। কিন্তু ক্ষমতাই আছে তাদের—ক্ষমতা কতটুকু! বস্তীর দীন-দুঃখীর দল। তাই নিরপরাধ তাকে পুলিশে টেনে নিয়ে যেতে পারলো মিথ্যে চুরির অপরাধে। তার অভিমানতপ্ত সজল চোখের সামনে হারিয়ে গেল তারা সবাই……

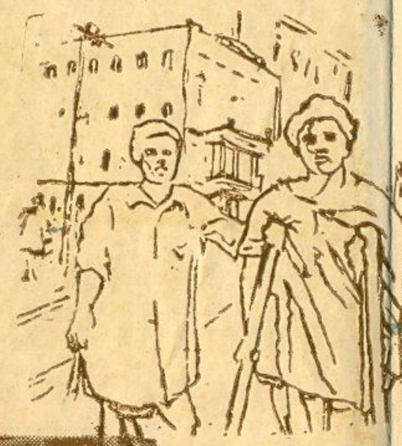

এমনি একদিন হারিয়ে গিয়েছিল তাদের রাজপুত্তুরও। ক্ষয়রোগে শয্যাশায়ী ধনীর দুলাল। তাদের গান আর বাঁশী শুনে লুকিয়ে আসত জানালায়।

কত ভাব হল। কিশোর প্রাণের এ অসংকোচ সখ্যের মূল্য দিতে পারল না সংসার। রাজপুত্তুরের দিদি রূঢ়ভাবে ফিরিয়ে দিলেন ভিখিরির ছেলেদের। গভীর রাত্রে ডেকে উঠল ভুলু—হারিয়ে গেল রাজপুত্তুর সে বেদনায়, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চ'ড়ে চাঁদনী রাতের আবছা আলোয় রূপোলী মেঘেদের ফাঁকে…

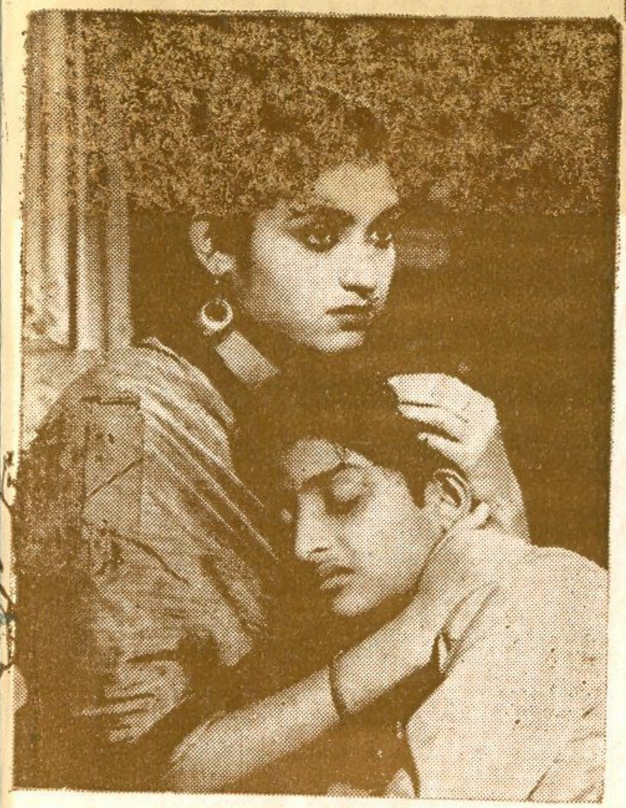

লালু! লালু!

একা ফেরে আজ ভুলু তাদের বস্তির ভাঙ্গা ঘরে। হারিয়েছে তার রাজপুত্তুর। পরিহাস প্রবণ ভাগ্য বার বার তাকে তার দিদির বড় কাছাকাছি এনে ফিরিয়েছে সূক্ষ্ম পর্দ্দার আড়াল থেকে। ঘটেনি অনাথ ভাই বোন দুটির তৃষিত মিলন। কিন্তু লালু ছিল তার। এক স্বপ্নের সূত্রে বাঁধা—মানুষ হওয়ার, বড় হওয়ার স্বপ্ন…

মাসীমাও কাঁদেন, বলেন—সে নেমকহারাম! একদিন তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এর জন্যে!

শিউরে ওঠে ভুলু—না না, সে যেন তার পথে বিঘ্ন না হয়! শুধু তার প্রয়োজনের সময় সে যেন জানতে পারে!

ফটিক নিয়ে আসে সে খবর ছুটতে ছুটতে। স্কুলের হৃদয় মাষ্টার মশাই মারা গিয়েছেন—ফি-এর অভাবে লালুর স্কুল :ফাইন্যাল বন্ধ……

প'ড়ে থাকতে পারে না ভুলু রোগশয্যায়। সেদিন যে তার মৃত্যুপণের সময়…

সজল হ'য়ে আসে স্কুলের সেক্রেটারী বাবুর চোখ ভুলুর অনুনয়ে। কে এই মরণোন্মুখ দরিদ্র দেবকুমার—নিজেকে নিঃশেষ ক'রে ছেড়ে যাওয়া বন্ধুর পরীক্ষার ফি গোপনে যোগাতে চায়!

তিনি তো জানেন না ভুলুর ভয়—যদি আজ আর লালু বস্তির দান না নেয়!……

গান

(১)

আকাশ মোর আলোয় দেছ ভ'রে
বাতাসে তুমি সোহাগে পড় ঝ'রে—
তোমারই প্রেমে জানি গো প্রেমময়
আমারে বাঁধো নিয়ত স্নেহ-ডোরে।

দুখের দিনে আঘাতে যেন বভু
তোমারে ভুলে ভুলি না মোরে প্রভু—
ফুরালে আলো ঝরিলে ফুল কাঁটার মালা গ'ড়ে
আঁধার রাতে পরিয়ে দিয়ো মোরে।
তোমার দীপ নিভালে অভিমানে
মোর প্রাণের বীণা দিওগো ভ'রি গানে !
তোমারই প্রেম আমারই প্রাণে সাধা
আমারে বেঁধে পড়েছো তুমি বাঁধা
চরণ খানি নিয়োনা টানি, হৃদয় খালি ক'রে
জানি গো তুমি বেসেছ ভাল মোরে।

(২)

সূর্য্য তোমার সোনার তোরণ খোল
আলোক আবীরে আকাশ রাঙ্গায়ে তোল
অন্ধকারের বন্ধ কপাট ভাঙ্গি
ভোর হ'ল, ভোর হ'ল ভোর হ'ল।
কেটেছে রাত্রি যাত্রীরে আহ্বান
জানাতে পাখীরা ধরেছে ভোরের গান
পাপড়ি মেলেছে বাসনার ফুলগুলি
রঙিন আশায় নিজেরে রাঙিয়ে তোল।
সাগরে তোমার জোয়ার এসেছে ভাই
খোল নাও খোল আরতো সময় নাই
ধর হাল ধর প্রাণের বৈঠা ধর
অসম্ভবের ভাবনারে আজ ভোল।
রাতের রোদন শিশিরে গিয়েছে ঝ'রে
পথের ধূলায় হীরকের ফাগ ওড়ে
শ্বেত কপোতের ডানায় ইসারা জাগে
চল্ আগে চল্ ক'ডাকে পথিক তোরে।

(৩)

দুখের পথে নামলি যদি,
চল দলে তুই দুঃখটারে'—
না হয় কাঁটা বিঁধলো পায়
রক্ত ঝরা চরণ ঘায়
চল দ'লে তুই বিপদ-বাধা—
মরুপথের রুক্ষতারে।

চোখের জলে নিভাস নারে মনের বাতি
বুকের আগুন হোকনা এবার চলার সাথী
তুই মনের ঘরে ঠাঁই না পেলে
যা দিবি কার রুদ্ধ দ্বারে।
বিপদ সাগর পার হবি তো,
তুফানে তোর ভয় কেন ?
ঝড়ের মুখে মেলতে পাখা,
ভরসা তোর নাই কেন ?
সাগর যত হোকনা বড় আছে তো শেষ
অন্ধকারের পারেই আছে
আলোর যে দেশ—
তোর হৃদয়ে তীর যে হেনেছে,
সেই সাজাবে পুষ্পহারে॥

(৪)

যার হিয়া আকাশের নীল নীলিমায়
মানুষের পৃথিবীর সবুজ সীমায়—
মোর যত ছিল গান ঢেলে দিনু তার পায়।

যার আলো-বেণু আনে সোনালী সকাল
তারা-দীপালিকা জ্বালে সাঁঝে চিরকাল
সমীরণে পরশন যে আমারে দিয়ে যায়—
মোর যত ছিল গান ঢেলে দিনু তার পায়।

স্বপনে জাগায় মোরে যে আলো আশায়
ভালবাসা দিয়ে মোরে যে ভালবাসায়
যার হাসি ফুলে ফুলে, পাখী যার গান গায়
মোর যত ছিল গান ঢেলে দিনু তার পায়।

বন্ধুরে যে বেঁধেছে মিতালি মালায়
ভগ্না ভাইয়েরে টানে যে প্রীতি ধারায়—
পিতারে যে স্নেহ দিল মার বুকে মধু হায়
মোর যত ছিল গান ঢেলে দিনু তার পায়।

(৫)

এই প্রাণ ঝরণা জাগলো
পাষাণ কারা ভাঙ্গলো
কাল রাতের কাজল বুকে
আলো ছটা লাগলো।
এই আলোতে ইন্দ্র ধনুর
সাতটি রঙের আলপনা
লক্ষ আশা মেলছে পাখা
কল্প সূতায় জালবোনা
চমকে দেখি হঠাৎ একি.
বাঁধন আমার কাটলো—
অচল জলে টান লেগেছে,
সাগর বুঝি ডাকলো !
শিবের জটা শিথিল হ'ল,
ভগীরথের আহ্বানে
শৈল চূড়া আবাস ছেড়ে,
গঙ্গা ছোটে কার পানে
চলতে শিলা শিকল ক'য়ে,
বাজল পায়ে নূপুর হয়ে—
শুকনো মরু জল সোহাগে সবুজ
হাসি হাস্‌লো !
আলোর নেশা জাগিয়ে দিল,
অমার মনের ছন্দ যে
মনের মধু মৌমাছি পায়
পারিজাতের গন্ধ যে
তাইতো খুসীর গান জেগেছে,
প্রাণের বীণা বাজলো
নতুন দিনের নতুন আলোয়
হৃদয় খানি রাঙলো॥

(৬)

দুঃখ আমার শেষ ক'রে দাও প্রভু
রেখোনাগো আর আঁধারে—
এ জীবন ভার হয়েছে আমার
সহিতে পারিনা তাহারে।
মিছে আশা নিয়ে হৃদয় খানিরে বেঁধেছি
জনম ভরিয়া কেঁদেছি, শুধু কেঁদেছি ;
যা আমারে দাও সবই কেড়ে নাও
বঞ্চিত করি আমারে।

আশা তরুমূলে মিছে আঁখি জল ঢেলেছি
দিল না সে আলো
যে প্রদীপ আমি জ্বেলেছি
কোন অপরাধে মিটালেনা সাধ
ডুবালে দুখের পাথারে॥

(৭)

আমারে দাও গো ব'লে
সেই রসিকের কোন ঠিকানা
নয়ন বলে পাইনা তারে,
হৃদয় বলে যায়নি জানা !

সেকি, গন্ধ হ'ল ফুলের বুকে
গান হ'ল কি পাখীর মুখে—
সেকি, নদীর ধারায় খুঁজে বেড়ায়,
দূর সাগরের দূর নিশানা !

সেকি, কইলো কথা বাঁশীর সুরে
বাতাসে, সঙ্গ দিল অঙ্গ জুড়ে
সেকি, সূর্য্য তারায় চমক দিয়ে
তোর আকাশে দেয়নি হানা !

সেকি, সাগর হ'য়ে বুকের তলে
ব্যাথায় কাঁদে চোখের জলে
কবে সে প্রেমের ঢেউ-এ দুলিয়ে মোরে
ভুলিয়ে দেবে মোর সীমানা॥

WEST BENGAL FILM CENTRE
LIBRARY

দেবকীকুমার বসু
পরিচালিত

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে

সাগর সঙ্গমে

ডি-ল্যুক্সের

পরবর্ত্তী ছবি !

অগ্রদূত পরিচালিত

রবীন্দ্রনাথের

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন

অগ্রদূত
চিত্র

ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটরস্ লিঃ ৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে অগ্রদূত চিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং অনুশীলন প্রেস, ৫২, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।